মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. শামীম হাসান।

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শেখ মো সুরুজ্জামানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার মো আব্বাস উদ্দীন।

এসময় অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগন অংশগ্রহন করেন। এর আগে একটি র্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুরে রাজনৈতিক পালাবদলে পথ ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা

ক্ষমতার পালা বদলের পরদিনই বিক্রি করা জমি ঘিরে দখলে নিয়ে নিয়েছে গ্রাম বিএনপির নেতা আতিকুর রহমান পিন্টু। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সেক্রেটারি ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ওই গ্রামের মাঠে নিজের বাগানে এবং মাঠে যাতায়াতের মানুষের সুবিধার্থে সাড়ে

তিন শতক জমি কিনে পথ করে দিয়েছিলেন। জমি দখলের পর এখন জুয়েলকে হুমকি দিচ্ছে জমির কাছে না যাবার জন্য।

মেহেরপুরের নতুন মনাডাঙ্গা গ্রামের আতিকুর রহমান পিন্টু ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করা প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বাগানের কোন পাশ দিয়ে যাতে বাগান মালিক জুয়েল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাগানের অন্যপাশের জমির মালিকদেরও ঘিরে নিয়ে যাতায়াতে প্রতিবন্ধক তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পিন্টু অকপটে স্বীকারও করছেন মানুষের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি দখলের বিষয়টি। মানুষের চলাচলের জন্য জমি ক্রেতা আইনজীবী খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুনসহ (জুয়েল) মানুষ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেনা।

পৈত্রিক সুত্রে বাগানের মালিক মেহেরপুর জেলা শহরের ইমতিয়াজ বিন হারুন। নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা ছিলো না। মাঠে যাতায়াতের এবং নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আতিকুর রহমান পিন্টু‘র কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর (প্রায় সাড়ে তিন শতক) জমি ৬লাখ টাকায় কিনে নেন ইমতিয়াজ । জমির দলিলও হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। ফলে ওই জায়গা দিয়ে এতদিন এলাকার মানুষ মাঠে চাষাবাদের জন্য যাতায়াত করতেন। বিক্রি করা জমি ঘিরে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ মাঠে যাতায়াত করতে পারছেনা।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে নতুন মডনাডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে দেখা যায় বিক্রি করা জমির পাশ দিয়ে খুঁটি পুতে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মো. রতন নামের একজন জানান, ইমতিয়াজ বিন হারুনের কাছে মাস পাচেক আগে গ্রামের পিন্টু বিক্রি করে। হঠাৎ করে ঘিরে নেয়াতে বাগারমালিকসহ কেউ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছে না।

গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সুমন হোসেন, সাইফুল ইসলামও স্বীকার করেন জমির মালিক ইমতিয়াজের। তিনিই পিন্টুর সাথে জমি কিনে তাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিয়েছেন। চলাচলের রাস্তা ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে গ্রামের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ইমতিয়াজ বিন হারুন জানান, মাঠে চাষাবাদের কৃষক ও নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য পিন্টুর কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর জমি কিনে জনসাধারণের জন্য পথ করে দিয়েছি। হঠাৎ করে ওই রাস্তা ঘিরে নিয়ে মাঠ ও বাগানে যাতায়াত করা যাচ্ছেনা।

গ্রামের বাজারে নিজের হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ইমতিয়াজ তার কাছ থেকে

জমি কিনে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই জমি কেনার আগে একদিন জেলা শহরে ইমতিয়াজ আমাকে অপমান করেন। তার প্রতিশোধ নিতে জমি ঘিরে নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে পিন্টু গ্রাম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই

একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করেন। ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকলা, ক্রীড়া সংস্থা ও পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠন ও উপযুক্ত লোক দিয়ে গতিশীল করার পরিকল্পনা করেন।যুগ যুগ ধরে শহরের ভেতর গড়ে ওঠা অবৈধ ট্রাক-বাস স্ট্যান্ড পৌর টার্মিনালে স্থানান্তরসহ নানাবিধ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মন্ত্রীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে প্রশাসনকে তিনি জনবান্ধব ও গণমুখী প্রশাসনে পরিনত করার নানা উদ্যোগ নেন। কিন্তু এসমস্ত জনবান্ধব উদ্যোগ মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের রুষ্ট করে। যার ফলে মাত্র ৩ মাসের মাথায় নির্বাচনের আগেই তাকে প্রত্যাহার করে নেন। তার আগেও আরেকজন জেলা প্রশাসক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তিনিও মন্ত্রীর আস্থাভাজন না হওয়াতে মাত্র চার মাসে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার আগে শফিকুল ইসলাম নামের আরেক জেলা প্রশাসককেও বছর খানেকের মধ্যে বদলি করেন ফরহাদ হোসেন।

জেলার যেকোন কর্মকর্তা নির্বিবাধে মন্ত্রী ও তার পরিবারের আদেশ নির্দেশ পালন করতেন। কেউ অন্যথা করলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত। ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল মুলত প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর।

২০১৪ সালের পূর্বে এলাকার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ছিলনা রাজনৈতিক কোন পদ পদবী। এলাকায় কোন পরিচিতিও ছিলনা। হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিনাভোটের নির্বাচনে হয়ে যান এমপি। ২০১৮ সালে কথিত রাতের ভোটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন। ছাত্রজীবনে তার বিভাগের সিনিয়র তৎকালীন ডিসি ড. আতাউল গণির উপর ভর করে রাতের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। প্রশাসনকে চরম দলীয়করণ তার সময়েই শুরু হয়। সর্বশেষ বিরোধীদলবিহিন একপেশে নির্বাচনেও তার পছন্দের ডিসি শামীম হাসান

ও এসপি রাফিউল আলমের উপর ভর করে নির্বাচনী মাঠ সাজান। তবে, প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর অভিযোগে নির্বাচনের আগে এসপি প্রত্যাহার হলেও থেকে যান ডিসি। তার উপর ভর করে কারচুপির নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে তার পছন্দেও ডিসি শামীম হাসান এখনও মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুলকে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। তবে নতুন এসপি পদায়ন হয়নি।

জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ফরহাদ হোসেনের বিরোধ ছিল। আওয়ামী লীগের বিরোধ নিয়ে কোন সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে বিরোধী দলের ট্যাগ দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজনে এক সাধারণ সভায় ৫ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এ কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যবসায়ী আনারুল হক কালুকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন আবু আব্বাস আহমেদ, ইসরাইল হোসেন ইলু, আব্দুর রাজ্জাক এবং ফয়েজ উদ্দিন।

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও ব্যবসায়ীদের নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্টিত হয়।

সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করেন বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু। এসময় ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম হাঁসা, আনোয়ারুল হক কালু, মোস্তাফিজুর রহমান টোটন, রন্টু, সাইফুল ইসলাম, মিরন, রবি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু সমিতির আয় ব্যায়ের হিসাব দাখিল করেন এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ঔষধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধির টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই

মেহেরপুরের গাংনীতে বোমা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ঔষধ কোম্পানির দুই বিক্রয় প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্টেটিভ) এর কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই করেছে দূর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার করমদি- ভোমরদহ রাস্তার চোরপোতা ভিটাপাড়া নামক স্থানে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় গোব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি (ভেটোনারী) এর প্রমোশন অফিসার মাজেদুল ইসলাম (৩৫) ও ইথিক্যাল ড্রাগস কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি মিরাজ আলী (৩৮) গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহত মাজেদুল ইসলাম নাটোর জেলার পাচুড়িয়া বাগতিপাড়ার সেকেন্দার আলীর ছেলে ও মিরাজ আলী কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা শহরের বাসিন্দা।

আহত মাজেদুল ইসলাম জানান, সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়িয়া, করমদি, পলাশীপাড়া এলাকা থেকে ঔষধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করে মোটরসাইকেল যোগে গাংনী ফিরছিলেন। তেঁতুলবাড়িয়া থেকে ভোমরদহ রাস্তা দিয়ে চোরপোতা নামক স্থানে মাঠের মধ্যে পৌছালে ৬/৭ জনের একদল সশস্ত্র ছিনতাইকারী দল পথরোধ করে। মোটরসাইকেলের গতি কমানোর সাথে সাথে তারা মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চাই। চাবি দিতে না চাওয়ায় প্রথমে তারা আমার হাতের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। পরে হাতে একটি বোমা মারে। বোমা ও অস্ত্রের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পকেটে থাকা ২০ হাজার টাকা ও একটি ১০০ সিসি ডিসকভার মোটরসাইকেল ছিনতাই করে পালিয়ে যায় দূর্বৃত্তরা।

পরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে পার্শ্ববর্তি ভোমরদহ গ্রামের লোকজন এসে আহতাবস্থায় আমাদের উদ্ধার করেন।

গার্ডিয়ান হেল্থকেয়ারের গাংনী প্রতিনিধি কামরুজ্জামান জানান, ঔষধ কোম্পানির এই দুই প্রতিনিধি তেঁতুলবাড়িয়া থেকে ঔষধের অর্ডার ও টাকা তুলে গাংনীতে ফিরছিলেন।

আহত মাজেদুল ইসলামকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে ও মিরাজকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক এমকে রেজা জানান, আহত মাজেদুল ইসলামের ডান হাতে বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে এছাড়া বাম হাতে বোমার আঘাত ও ধারালো অস্ত্রের কোপে ক্ষত হয়েছে। আহত মাজেদুল ইসলামের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম অভিযান শুরু করেছে।

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত জাতির বীর শহীদদের স্মরণে এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড রাইপুর যুবদল কর্তৃক আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোঃ খালেকুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাড. কামরুল হাসান।

এ ছাড়াও নূর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের উপস্থাপনায় এসময় বাঁকা বিল্লাহ, মেহেদী হাসান, রকিবুল হাসান রিপন, হাবিবুর রহমান টুটুল, নাজমুল, জাহাঙ্গীর, রিপন সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের রাজনগরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও বেগম জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ বিজয়ের একমাস পূর্তি, স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনার দমন পীড়নে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

মেহেরপুর সদরের এআর বি কলেজ মাঠে রাজনগর গ্রামবাসীর আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শুক্রবার বিকেলে বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিল হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার, বিএনপি নেতা আব্দুল হামিদ লিপন মোল্লা, সেলিম মোল্লা, আলিহিম মেম্বার ও মাহফুজুর রহমান।

এসময় বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন ঘটাতে যেসকল ছাত্র জনতা আত্নহুতি দিয়েছে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সেই সাথে আওয়ামী সরকার জনগণের প্রতি যে দমন-পীড়ন চালিয়েছেন বাক-স্বাধীনতা হরণ করে দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিল সেখান থেকে মহান আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করেছেন। আমরা তাদের মতো করবো না, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়বো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা শাহাবুদ্দিন, জমির মেম্বার, জাদু মিয়া, শফিকুল আযম, আফারুল ইসলাম ডাবলু, কামরুজ্জামান মুকুল মেম্বার, নুরুল ইসলাম, লিটন আলী, হাবিবুর রহমান, রুহুল আমিন, শাহাবুদ্দিন, ইমদাদুল হক সহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জামায়াত নেতা জামাতুল ইসলাম।

সিএনজি ও বাস চালকদের দ্বন্দে মেহেরপুরে তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরে বাস ও কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকদের মধ্যেকার দ্বন্দে তিনদিন যাবৎ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক

মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

একই সাথে জনগুরুত্বপুর্ণ দুটি’ রুটে বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে অটোরিকসা, পাখিভ্যান ও সিএনজিতে করে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছেন যাত্রী সাধারণ।

তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও জেলা প্রশসান থেকে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ।

বাস চালকরা বলছেন, চালকদের নিরাপত্তা ও মালিকদের কথামত বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকদের দাবী নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি সুষ্ঠ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জেলা প্রশাসন বলছেন, বিষয়টি কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার মধ্যেকার সমস্যা। সমাধানের চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সিএনজিচালকদের বাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় মোটরশ্রমিক ইউনিয়ন। ওই দিন সন্ধা থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় শুরু হয় যাত্রী দুর্ভোগ। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকায় দূরের যাত্রীরা স্বস্তিতে রয়েছেন।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অনেক যাত্রী মেহেরপুর শহরে গিয়ে বিপাকে পড়েন। জরুরী প্রয়োজনে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলায় যাওয়ার জন্য তারা ছোট ছোট যানবাহনে চড়ছেন। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি দ্বিগুণ খরচ বেড়েছে বলে জানান কয়েকজন যাত্রী।

আমঝুপি গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, আমার মেয়ে খুবই অসুস্থ্য। তাকে মেহেরপুর হাসাপালে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাস না পেয়ে ৫০০ টাকায় সিএনজি ভাড়া করে কুষ্টিয়া জেতে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের মনোয়ারা খাতুন বলেন, সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি বাস চলছেনা। চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য অটো রিকসা ভাড়া করতে হয়েছে। যেখানে বাসে চড়লে ১০০ টাকা খরচ হতো সেখানে খরচ হয়েছে ৪০০ টাকা।

বাস চালক আমিরুল ইসলাম ও এরশাদ আলী বলেন, রাস্তায় আমাদের

নিরাপত্তা নেই। কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকরা আমাদের এক ড্রাইভারকে মারধর করে এবং বাসের গ্লা ভেঙ্গে দেয়। এর সুষ্ঠ্য বিচার না হয়া পর্যন্ত কোন ড্রাইভার বাস চালাবেনা।

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সিএনজিচালকরা বাসচালকের মারধরের ঘটনায় বুধবার মেহেরপুর কুষ্টিয়া জেলার সব রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুরে লোকাল বাসের চালকের ওপর হামলা ও বাসের গ্লাস ভাংচুর করে সিএনজিচালকরা। এর জের ধরে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আবারও বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে সিএনজির (থ্রি হুইলার) দৌরাত্ম্য বাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তাই সিএনজি চলাচল বন্ধ এবং হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে এ শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান বলেন, মেহেরপুরের বাস চারকদের সাথে কুষ্টিায়া সিএনজি চারকদের মধ্যে একটি সমস্যা তৈরী হয়েছে। বিষয়টি খুব দ্রতই সমাধান হবে।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ

ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে সংঘটিত গণহত্যার বিচার, দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য,মাওলানা মুফতি ইমরান হোসাইন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ আক্কাস আলী মাস্টার, গাংনী থানা শাখার সভাপতি মোঃ ফয়সাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল গাফফার, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম খলিল আবীরসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।